সংবাদ

তারিখ ... 03 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

# ঘিওরে শিক্ষা কর্তা ও শিক্ষক সংকটে ভেঙে পড়েছে প্রাথ. শিক্ষা কার্যক্রম

রাম প্রসাদ সরকার দীপু, ঘিওর (মানিকগঞ্জ)

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের সংকটের কারনে ভেঙে পড়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসে এক শ্রেণীর কর্মকর্তাদের গাফলতির কারণে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনেক বিদ্যালয়ে ঠিকমত ক্লাস হচ্ছে না। অনেক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নেই। ফলে উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠেলে দিচ্ছে হুমকির মুখে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ১ জন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ৪ জন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। অপর দিকে ৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও ২২টি বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নেই। কর্মকর্তা সংকটের কারণে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ হচ্ছে না স্কুলগুলোতে। প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা সংকটের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘিওরে ৭টি ইউনিয়নে ৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যাতায়াত সমস্যার কারনে অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলোতে মাসের পর মাস পর্যবেক্ষণের কোন ছোঁয়া নেই। ফলে ওই সকল স্কুলের শিক্ষকরা নিজেদের ইচ্ছেমত স্কুলে যাওয়া আসা করতে থাকে। কখনও কখনও হাজিরা খাতায় সহি করে চলে আসে। তাই এই সমস্ত স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলও ভাল হয় না। বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকার দরুন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষায় প্রত্যেক বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

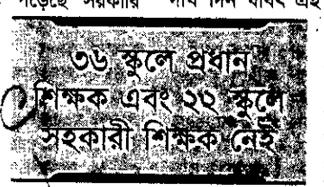


পূর্ব বেগুন নারচী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা গেছে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৪৫ এবং শিক্ষক সংখ্যা ০৫ জন। দীর্ঘ দিন যাবৎ এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মামুন মিয়া মাঝে মধ্যে বিদ্যালয়ে আসে। এছাড়া অধিকাংশ সময় হাজিরা খাতায় সহি করে চলে যান বলে সহকর্মীরা জানান। অপর দিকে বাইলজুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, প্রধান শিক্ষক না থাকার দরুন আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যহত হচ্ছে। সকল বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানও সম্ভব হচ্ছে না। অফিসিয়াল কার্যক্রমেরও মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। অভিলম্বে প্রধান শিক্ষক প্রয়োজন।

উপজেলা সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আবুল হুসাইন সাংবাদিকদের বলেন, ঘিওর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদ দীর্ঘ দিন শূন্য থাকায় কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার চরম ক্ষতি হচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলে শিক্ষার মান অনেক ভালো হবে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহজাহান মিঞা বলেন, বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। অপর দিকে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সংকটের কারণে সময় মতো বিদ্যালয়গুলোতে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অভিলম্বে শিক্ষার মানোন্নয়নে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দানে প্রশাসনের সু-দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।